২২-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যোগেশ্বর বাবা এসেছেন তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা দিতে, এই যোগের দ্বারা তোমরা বিকর্মজীত হয়ে বিশ্বের মহারাজা মহারানী হও "

প্রশ্নঃ- বিকর্ম থেকে রক্ষা পেতে কোন্ প্রতিজ্ঞা মনে রাখবে ?

উত্তর :- আমার তো একমাত্র শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। এক বাবার সঙ্গে সত্যিকারের রুহানী ভালোবাসা রাখতে হবে। এই প্রতিজ্ঞাটি যদি মনে থাকে তবে বিকর্ম হবেনা। মায়া দেহ অভিমানে এনে উল্টো কর্ম করায়। বাবা হলেন দক্ষসম্পন্ন , ওঁনার স্মরণে থেকে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করলে পরাজয় হতে পারেনা ।

প্রশ্নঃ- বাবার নিজের বাচ্চাদের কাছে কি আশা আছে ?

উত্তর :- যেমন লৌকিক পিতা নিজের বাচ্চাদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করতে চান ঠিক সেইরকম বেহদের বাবাও বলেন আমি আমার বাচ্চাদের স্বর্গের দেবদূত বা ফরিস্তা করি। বাচ্চারা শুধু আমার শ্রীমৎ অনুসারে চললেই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে ।

গান : ভাগ্য উদয় করে এসেছি ....।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে আমরা নিজের নতুন ভাগ্য নির্ধারণ করতে এখানে এসেছি। কার কাছে ? যোগেশ্বরের কাছে, যিনি শিখিয়ে দেবেন সে-ই ঈশ্বরের কাছে। যাকে বলে রাজ যোগ। ঈশ্বর শেখান , কোন্ যোগ ? দৈহিক হঠ যোগ তো অনেক রকমের আছে। এইটি দৈহিক যোগ নয় । সন্ন্যাসীদের হল তত্ব যোগ , ব্রহ্ম যোগ। তাদের ঈশ্বর যোগ শেখান না। তোমরা বাচ্চারা জানো পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের কল্প পূর্বের ন্যায় রাজ যোগের শিক্ষা দেন। সন্ন্যাসী কখনোই এমন বলতে পারেনা। এই যোগ কল্প পূর্বেও শিখিয়ে ছিলেন এবং এখনও শেখাচ্ছি। তোমরা বাচ্চারা বলতে পারো , তারা হঠযোগী রাজযোগ শেখাতে পারেনা। আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন শিববাবা , যাঁকে যোগেশ্বর বলা হয়। মানুষ ভুল করে কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলে দিয়েছে। কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স , সেখানে যোগের কোনো কথা নেই। এইটি খুব ভাল পয়েন্ট, বোঝানোর পদ্ধতি শেখ। যুক্তি দ্বারা বোঝান হয়। তোমাদের সমস্ত কিছু নির্ভর করে যোগের উপরে, যত যোগে থাকবে তত বিকর্মজীত হবে। ভারতের প্রাচীন যোগ গায়ন রয়েছে। এই রাজ যোগ পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া কেউ শেখাতে পারেনা , তাই এঁনার নাম যোগেশ্বর। ঈশ্বর স্বয়ং রাজ যোগের শিক্ষা দেন। কি জন্যে রাজ যোগ শেখান ? ভারতকে কি রাজত্ব প্রদান করেন ? না, শুধু ভারতের কথা নয় । বাচ্চারা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিকে পরিণত করতে রাজ যোগ শেখান। এই মুখ্য অবজেক্ট একেবারে ক্লিয়ার রয়েছে। যদিও কোনো একটি খন্ডে রাজত্ব করবে , সম্পূর্ণ বিশ্বে তো করবেনা তবু বলা হয় বিশ্বের মালিক।

বাচ্চারা তোমরা জানো নতুন দুনিয়ার জন্যে আমরা ভাগ্য তৈরি করে এসেছি। সম্পূর্ণ বিশ্ব নতুন রূপ ধারণ করে। ক্যাপিটল হয় ভারত। তোমাদের নতুন বিশ্বেও ক্যাপিটল হবে দিল্লি। তার নাম

গায়ন আছে পরীস্তান। তোমরা হলে জ্ঞান পরী। জ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে মানুষ থেকে স্বর্গের পরী হয়ে যাও। এই হল মান সরোবর কিনা। বলে সেখানে স্নান করলে নাকি মানুষ পরী হয়ে যায়। তোমরা এখানে এসেছ স্বর্গের পরী হতে। তোমরা বাদশাহী নাও। তোমাদের কাছে অলঙ্কার ইত্যাদি অঢেল থাকবে। তো।রা বলবে আমরা রাজ যোগ শিখছি , যার দ্বারা ভবিষ্যতে মহারাজা মহারানী হব। কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে ঠিক ভাবে চলবে তবে। এমন ভেবনা যে প্রজা পদ প্রাপ্ত করলে তাদের পরী বলা হবে , না। শ্রীমৎ অনুসারে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। লৌকিক পিতার নিজের সন্তানের প্রতি মোহ থাকে তাই বলে বাচ্চারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক। এই বাবাও বলেন বাচ্চাদের একেবারে স্বর্গের পরী বানাই। যত শ্রীমৎ অনুসারে চলবে তত শ্রেষ্ঠ হবে। কোনো কষ্ট নেই। ধনী ব্যক্তির এইসব শোনার সময় নেই , শুধু দরিদ্রদের সময় আছে। তোমাদের মতন অফুরন্ত সময় কারো নেই , যাদের ঝামেলা বেশি তাদের যোগ লাগতে পারেনা।

আজ বাবা বাচ্চিকে জিজ্ঞাসা করছিলেন তুমি কি জানো যে আমি কার রথের সেবা করছি। যে অশ্ব সেবা করবে সে জানবে আমি অমুক সাহেবের অশ্বের সেবা করি। তুমিও জানো এইটি কার রথ। যদি শিববাবাকে স্মরণ করে তুমি এই রথের সেবা করো তবে অনেকের চেয়ে ভালো পদ প্রাপ্ত করবে। এই হল রথ, স্মরণ তো শিববাবাকে করতে হবে। এই কথাটি স্মরণে থাকলেও ভবসাগর পার হয়ে যাবে। বাবা কোথাকার জন্যে রাজ যোগ শেখাচ্ছেন ? ভবিষ্যৎ নতুন দুনিয়ার জন্যে, এবং শেখান এই সঙ্গমে। কৃষ্ণ রাজ যোগ শেখাবেন কিভাবে ? তিনি তো ছিলেন সত্যযুগের রাজত্বে, কিন্তু সেই রাজত্ব স্থাপন কে করেছে ? বাবা করেছেন। প্রাচীন দেবী দেবতাদের এমন স্বরূপ কে প্রদান করেছেন ? রাজ যোগ কে শিখিয়েছেন ? তারা কৃষ্ণের নাম নেয়। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের এখন শেখাচ্ছি। তোমরা ভাগ্য উদয় করে এসেছ , ভবিষ্যতে নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে আর কোনো উপায় নেই। এক দিকে স্মরণ করে পতিত পাবন আসুন। অন্য দিকে নদীকে বলে পতিত পাবনী.... কত ভুল , খুব ছোট কথা কিন্তু মানুষের চোখ খুলতে হবে। বাবা যখন আসেন এসে বোঝান যে আমি হলাম পতিত পাবন। আমি-ই তোমাদের জ্ঞান স্নান করিয়ে পবিত্র করি। এইটি হল পতিত দুনিয়া। সন্ন্যাসী অনেক রকমের যোগ শেখান। কিন্তু রাজ যোগ তো কেবল আমি- ই শেখাই। পরম পিতা পরমাত্মাকেই পতিত পাবন বলা হয়। ওঁনাকে কত স্মরণ করা উচিত, তার সাথে ম্যানার্সও ভাল চাই। আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হই। খাওয়া দাওয়া শুদ্ধ হওয়া উচিত। কেউ চট করে ধারণা করে। গায়নও আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। জনক একজন থোড়াই হবে। একজনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। দ্রৌপদী কি একজন , সবার লজ্জা ঢাকেন। স্ত্রী পুরুষ দুজনকেই পতিত হতে দেন না , রক্ষা করেন। গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এই সময়ে তোমরা বাচ্চারা যা কর , ভক্তিতে সেসব হল স্মরণীয় । শিববাবার কত বিশাল মন্দির তৈরি হয়। যারা সার্ভিস করে তাদের খবর বেরোয়। দিলবাড়া মন্দির হল তোমাদের একুরেট স্মরণিকা। নীচে তপস্যা করছ এবং উপরে রাজত্বের ছবি আছে। এখন তোমরা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হচ্ছ, স্বর্গের মালিক হতে। স্বর্গকেও স্মরণ কর। কেউ মরলে বলা হয় স্বর্গে গেছে , কিন্তু স্বর্গ কোথায় , কেউ জানেনা। ভাবে ভারত স্বর্গ ছিল তারপর বলে দেয় উপরে ছিল। বাবা বোঝান সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন আছে। তবু বলে জ্ঞানের সাগর। জঙ্গল কে কলম বানাও , সাগর কে কালি ... তবুও শেষ হবেনা , অন্ত পর্যন্ত চলবে। তাই পরিশ্রম করা হয় কিনা। সেকেন্ডের কথাও ঠিক কথা। বাবাকে জানলে বাবার বর্সা হল জীবনমুক্তি। তার সঙ্গে এই কথাও বোঝান হয় যে চক্র কিভাবে ঘোরে, ধর্ম কিভাবে

স্থাপন হয় । কত কথা আছে বোঝানোর জন্যে। সাথে বাবাকে স্মরণ করো , বর্সাকে স্মরণ করো। তোমরা স্মরণ করো , নিশ্চয় করো-- আমরা বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছি। তাহলে ভুলে যাও কেন ? বাবা বলেন যত স্মরণ করবে , ততই বিকর্মের বিনাশ হবে, কর্মাতীত অবস্থা হতে সময় লাগে । কর্মাতীত অবস্থা হলে তোমরা এখানে থাকতে পারবেনা। বাচ্চাদের কত বছর ধরে বোঝান হয় -- কথাটি খুব সহজ। অল্ফ আর বে , চক্রের রহস্যও বাবা বুঝিয়ে দেন। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান এসে গেলে অন্যদেরও বোঝাতে হবে। সম্পূর্ণ বৃক্ষ বুদ্ধিতে এসে যায়। বাবার কাছে সহজ থে সহজ বর্সা প্রাপ্ত করতে হবে। বলে বাবা যোগ লাগেনা। মায়া বিকর্ম করিয়ে দেয়। বাবা বলেন বাচ্চারা যদি বিকর্ম করবে তাহলে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। মায়া দেহ অভিমানে এনে উল্টো কাজ করায়। বাবা বলেন বাচ্চারা আমার আপন হয়ে কোনো বিকর্ম করবেনা। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ -- এক শিববাবা অন্য কেউ নয়। যেমন কন্যার বিবাহের পূর্বে আশীর্বাদ হয়ে গেলে স্বামীর সঙ্গে কত প্রেম থাকে। তাহলে বেহদের বাবার সঙ্গে কত প্রেম থাকা উচিত। তোমাদের প্রেম কত গুপ্ত , সে হল দৈহিক এবং এই প্রেম হল রুহানী। সেই সবের প্র্যাক্টিস হয়ে গেছে। এই কথাটি নতুন তাই তোমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা হলে খোদাই খিদমতগার অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সেবাধারী। তোমরা হলে রুহানী সেবাধারী। তোমরা যুদ্ধ স্থলে দাঁড়িয়ে আছ। দক্ষ সম্পন্ন বাবাও দাঁড়িয়ে আছেন। বলেন মায়ার সঙ্গে পূর্ন রূপে যুদ্ধ করো , যাতে এই পাঁচ বিকার প্রবেশ না করতে পারে। লিখে দেয় বাবা এই ভূত এসেছিল। বাবা বলেন এই ভূতদের ভাগাও। এই সব তো শেষ পর্যন্ত আসবে আরও জোরে ঝড় আসবে। অজ্ঞানকালেও আসেনি এমন ঝড় আসবে। তোমরা বলবে বানপ্রস্থে ছিলাম , কখনও খেয়াল আসেনি। জ্ঞানে এসে কাম বিকারের নেশা এসেছে। স্বপ্নও আসে , এইসব কি ? এই হল ওয়ান্ডার ফুল জ্ঞান। কেউ বিভ্রান্ত হয়ে ছেড়ে চলে যায়। বাবা বলে দেন -- ঝড় আসবে। যত বীর হবে মায়া তত সামনে আসবে , তাই মহাবীর রূপে স্থির থাকতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কর্মে আসতে দেবেনা। কর্ম করলেই বিকর্ম হয়ে যাবে। অনেক পুরুষার্থ করবে হবে , খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। অবিনাশী সার্জেন জানেন, এই বাবাও জানেন। মায়ার অনেক রকমের বিঘ্ন আসে। এখানে খুব শুদ্ধ হতে হবে।সূর্যবংশী হতে চাও তো যোগ্য হতে হবে। এইটি হল রাজ যোগ , প্রজা যোগ নয়। অর্থাৎ পুরুষার্থ করে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে। তোমরা যুক্তি দ্বারা গুপ্ত রীতি যেখানে খুশি যেতে পারো। বলো -- আমরা কাকে স্মরণ করলে দুঃখ থেকে মুক্তি পাব ? বলে দেয় -- ভারতের প্রাচীন যোগ, সেসব কি ? আমাদের রাজ যোগ শেখাতে পারবে যার দ্বারা আমরা রাজা হই ? এমন কথা বলে জ্ঞানে নিয়ে আসা উচিত। তোমরা এমন বাহাদুরি দেখাও যে তোমাদের একটি কথাতে তাদের বুদ্ধি যেন গ্রহণ রতে সক্ষম হয়। যুক্তি যুক্ত হতে হবে , তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন এতটা সার্ভিসেবল হয়েছ ? অনেক খেয়াল রাখতে হয়। দুনিয়াটা এইসময় খুব খারাপ। এও তো একটি কাহিনী। দ্রৌপদীর পিছনে কিচক অর্থাৎ কুচক্রী পড়ে .... তাই বাবা বলেন খুব সাবধানে থাকতে হবে। মুখ্য কথা হল রাজ যোগের। কাউকেও বোঝাও যে রাজ যোগ শিখিয়েছেন বাবা (শিববাবা) , নাম দিয়েছে বাচ্চার (কৃষ্ণ)। দ্বিতীয় কথা প্রমাণ করো যে কৃষ্ণ ভগবান নয়। গীতার ভগবান হলেন শিব, যাঁর কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। বোঝানোর যথেষ্ট যুক্তি চাই।

তোমাদের সার্ভিস হল রুহানী। তারা দৈহিক সোশ্যাল সার্ভিস করে। ঐ হল দৈহিক সোসাইটি। এই হল রুহানী সোসাইটি । আত্মাকে ইনজেকশন লাগলে তখন বলা হয় জ্ঞান অঞ্জন সদগুরু দিয়েছেন .... এখন আত্মার জ্যোতি নিভে গেছে। মানুষ যখন মরে তখন প্রদীপ জ্বালানো হয়। ভাবে যে

আত্মা অন্ধকারে যাবে। নিশ্চয়ই এই হল বেহদের অন্ধকার। অর্ধকল্প ঘৃত ঢালা হয়নি। আত্মার জ্যোতি নিভে আছে। এখন জ্ঞানের ঘৃত পড়লে আলো হয়ে যায়। এবারে বাবা বলেন যে মামেকম স্মরণ করো। এইরূপ কৃষ্ণ বলতে পারেন না। আমরা আত্মারা হই ভাই ভাই , বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। আচ্ছা - আমরা কতক্ষন স্মরণে থাকি -- এই চার্ট রাখা ভাল। প্র্যাক্টিস করতে করতে অবস্থা পাকা হয়ে যাবে। এই যুক্তি টি ভাল, সার্ভিসও করতে থাকো। চার্টও রাখো , তাহলে উন্নতি হতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কোনো রকমের ভূত যেন ভিতরে প্রবেশ না করে, তার খেয়াল রাখতে হবে। কখনও মায়ার ঝড়ে বিভ্রান্ত হবেনা। খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

২) স্মরনের চার্ট রাখতে হবে, তার সাথে রূহানী সেবাধারী হয়ে আত্মাদের জ্ঞান ইনজেকশন লাগাতে হবে।

বরদান :- নিজের জীবনকে হীরে তুল্য মূল্যবান করে স্মৃতি ও বিস্মৃতির চক্কর থেকে মুক্ত হও।

ব্যাখা: এই সঙ্গমযুগ হল স্মৃতির যুগ এবং কলিযুগ হল বিস্মৃতির যুগ। যদি নিজের শ্রেষ্ঠ পার্ট , শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের সদা স্মৃতি আছে তবে তোমরা হলে হীরে সমান মূল্যবান এবং যদি বিস্মৃতি আছে তবে হলে পাথর। এই হল স্মৃতি ও বিস্মৃতির খেলা। সঙ্গমযুগের নিবাসী কখনও কলিযুগের চক্কর লাগাতে যাবেনা। যদি বুদ্ধি একটুও সেদিকে যায় তাহলে চক্করে ফেঁসে যাবে কারণ কলিযুগে অনেক চাকচমক আছে কিন্তু সেই চাকচমক রূপ খুব ধোকা দেয়।

স্লোগান - নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে নিয়ম এবং আদেশ অনুসারে যে চালায় সে-ই হল প্রকৃত রাজযোগী। ।